বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি মেহেরপুর শাখার সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, মেহেরপুর সদর উপজেলা শাখার কার্য নির্বাহী কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টার সময় বড়বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।
কমিটির সভাপতি মোঃ নুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বড়বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ছাত্র নেতা মোঃ আমিনুল ইসলাম খোকন।
তিনি বলেন, মেহেরপুরের এই শিক্ষক সংগঠন শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নসহ শিক্ষকদের কল্যাণে কাজ করে যাবে এ ব্যাপারে তিনি সার্বিক সহযোগিতা করবেন।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সংগঠনের জেলা সভাপতি মোঃ হাফিজুর রহমান, গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি মোঃ শাহাব উদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক মোঃ আমানুল্লাহ, শিক্ষক নেতা মোঃ আক্তারুজ্জামান, মোঃ রাকিবুল ইসলাম, সদরের শিক্ষক নেতা মোঃ শফিউল ইসলাম, মামুনুর রহমান।
অনান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সদর উপজেলা শাখার সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ শহীদুল ইসলাম, সহ-সভাপতি মোঃ নজরুল ইসলাম, ফৌজিয়া আফরৈাজ তুলি, সিনিয়র যুগ্ম-সম্পাদক মোঃ মাসুদ আলম, যুগ্ন-সম্পাদক হাসান খসরু, আতিয়া খন্দকার ইতি, সহ-সম্পাদক মোঃ মাহবুবুর রহমান, মোছাঃ নাজমা পারভীন, মহিলা সম্পাদক মোছাঃ নুরুন্নাহার, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আসাদুল হক, অর্থ সম্পাদক মোঃ সাইদুল আলম, দপ্তর সম্পাদক মোঃ আরিফুল ইসলাম, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক মোঃ মহিদুল ইসলাম, শিক্ষা সম্পাদক মোঃ আক্তারুজ্জামান, সাহিত্য সম্পাদক মোঃ মফিজুর রহমান, সংস্কৃতি ও বিনোদন সম্পাদক মোঃ শমসের আলী, যোগাযোগ সম্পাদক মোঃ হাবিবুল্লাহ, প্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক জেসমিন আরা, ক্রীড়া সম্পাদক মোঃ সেলিম হোসেন, আইন বিষয়ক সম্পাদক মাহাবুব আরা, প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন সম্পাদক মোঃ এহসানুল হক, সমবায় সম্পাদক মোঃ রাশিদুল হাসান, কাব স্কাউট সম্পাদক মোঃ সোহেল আহম্মেদ, কল্যাণ ট্রাস্ট সম্পাদক মোঃ শরিফুল ইসলাম,

সদস্য মোছাঃ মাজেদা খাতুন, মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন, দিলারা পারভীন, শামীমা ইয়াসমীন, মোঃ মফিজুর রহমান, মোঃ ফেরদৌস আলম ও লালন কুমার।
সঞ্চালনায় ছিলেন সাধারণ সম্পাদক মোঃ ফিরোজ আহমেদ।

গাংনীতে মদ ও ফেন্সিডিল উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সহড়াতলা বিওপির সদস্যরা মদ ও ফেনসিডিল উদ্ধার করেছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরের দিকে সহড়াতলা বিওপির সদস্যরা পরিত্যক্ত অবস্থায় ২৬ বোতল মদ ১৫ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করেন।
সহড়াতলা সীমান্ত ফাঁড়ির সুবেদার রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে বিজিবি সদস্যরা টহল শেষে ফেরার পথে মাঠে পরিত্যক্ত অবস্থায় মদ ও ফেনসিডিল উদ্ধার করেন।
বিজিবি সদস্যদের আগমনী টের পেয়ে মাদক চোরাকারবারিরা মদ ও ফেন্সিডিল গুলো ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

গাংনীতে অন্ধকার কুঁড়ে ঘরে বৃদ্ধ দম্পতির মানবেতর জীবন যাপন

অনাহারে অর্ধাহারে অন্ধকার কুড়ে ঘরে মানবেতর জীবন যাপন করছে সেকান্দার আলীর ও তার স্ত্রী তারাফোন খাতুন। তাদের বাড়ি মেহেরপুরের গাংনীর বামন্দী ইউনিয়নের ঝোড়াঘাট গ্রামে। বৃদ্ধ দম্পতির শেষ বয়সে শীতে কুঁড়ে ঘরে স্যাঁতসেতে মেঝেতে বিছানো একটি পাটিই এখন তাদের ভরসা।
রোগাক্রান্ত শরীর আর অভাব অনটন নিয়ে কোন দিন তার চুলা জ্বলে,

আবার কখনও না খেয়েই দিন পার করছে তারা। নিকটত্মীয় বলতে একমাত্র ছেলে তারও অভাবের কারণে সব সময় বৃদ্ধ পিতা মাতাকে দেখভাল করা সম্ভভ হয়ে উঠে না।
বয়সের ভারে বৃদ্ধ সেকান্দার আলীর ও তার স্ত্রী তারাফোন খাতুনের পক্ষে চলাচল করাটাও কষ্টসাধ্য। তবুও পেটের দায়ে রোগা শরীর নিয়ে লাঠিভর দিয়ে মানুষের কাছে হাত পেতে যদি কিছু জোটে তা দিয়েই জ্বলে তাদের চুলা। অসুস্থতার কারণে বাড়ির বাইরে খাবারের সন্ধানে বের হতে না পারায় উপোস থাকতে হয় তাদের।
সরেজমিনে দেখা যায়, সেকান্দার আলীর ও তার স্ত্রী তারাফোন খাতুন ছোট একটি কুঁড়ে ঘরে বসবাস করে। ঘরে বৈদ্যুতিক কোন সুবিধা নেই। নেই কোন আলোর ব্যবস্থাও। খুব প্রয়োজন হলেও খড়কুটোর আগুন দিয়ে কিছু সময়ের জন্য আলোর ব্যবস্থা করে তারা। ঘরের বিভিন্ন অংশ ভাঙ্গাচোরা হওয়ার কারণে পোকা মাকড়ের সাথেই বসবাস করতে হয়। সেখানে এলোমেলো তার পুরনো কাপড়-চোপড়। চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হাড়ি-পাতিল। এসব নিয়েই তাদের সংসার। ছোট্ট ঘরে আলো নেই। ছোট একটি কুঁড়ে ঘরে আতঙ্ক আর ভয়ভীতির মধ্যে রাত্রি পার করতে হয় তাদের।
কান্না ভেজা চোখে সেকান্দার আলীর বলেন, অভাব অনটনে খুব কষ্টে আছি। এখন আমাদের দুচোঁখে আর কোন স্বপ্ন নেই। দারিদ্রের কারণে সব স্বপ্ন যেন ম্লান হয়ে গেছে। অভাব অনটনের সংসারে মেটাতে পারেনি জীবনের অনেক শখ। কিছুদিন আগেও পরের জমি বা কারো বাড়িতে কামলা খেটে চালাতে সংসার। এখন বয়সের ভারে আর কাজ করতেও পারি না।
ঝড় বৃষ্টি মাথায় বছরের পর বছর এই ভাঙ্গা কুড়ে ঘরেই বসবাস করছি। কথাগুলো বলার সময় দুচোখে কষ্টের মেঘ আর জমে থাকা চোখের জল ছলছল করছিল সেকেন্দার আলীর। এই শীতে রাতে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। অসুস্থ হলেও টাকার অভাবে ঔষধ কিনতে পারি না। বৃদ্ধ বয়সে কাজ কর্ম করতে পারিনা একারণে অভাব অনটন লেগেই আছে। প্রধানমন্ত্রী যদি একটি ঘর দিতো তাহলে অন্তত কিছু কাল ঐ ঘরে শান্তিতে ঘুমিয়ে জীবন পর করতে পারতাম।
সেকান্দার আলীর স্ত্রী তারাফোন খাতুন জানান, সরকারী তেমন কোন সুবিধা পান না তারা। পরের বাড়িতে চেয়ে চিন্তে কোন রকম দুমুঠো খেয়ে না খেয়ে বেঁচে আছেন। কুঁড়ে ঘরটাও নড়বড়ে। পোকা মাকড়ের সাথেই বসবাস করতে হয়। সেই কবে যে মাছ মাংশ দিয়ে পেট পুরে ভাত খেয়েছি মনেই নেই। আর মাছ মাংসের আশা করিনা। শুধু মাত্র দিনে ৩ বার না হোক অন্তত ২ বার ভাত খেয়ে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা পেলেই আমরা খুশি।
প্রতিবেশিরা জানান, প্রায় প্রতিটা ইউনিয়নেই অনেক সচ্ছল পরিবার

সরকারী ঘর বরাদ্দ পেলেও এই হতদরিদ্র পরিবারটি কেন যে ঘর পাইনি তা আমাদের জানা নেই। প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া ঘরের প্রাপ্য অধিকার এই পরিবারটির আছে। পরিবারটির অভাব-অনটনের শেষ নেই। গ্রামের মানুষের দেয়া চাল ডালে তাদের সংসার চলে।
বামন্দী ইউপি সদস্য দেবীপুর গ্রামের বাসিন্দা মো: আলফাজ হোসেন জানান, সেকান্দার আলী ও তার স্ত্রী তারাফোন খাতুন খুবই দরিদ্র মানুষ। অন্য’র সহযোগিতা নিয়ে কোন রকম বেঁচে আছে। কিছুদিন আগে সেকান্দার আলীকে বয়স্ক ভাতার কার্ড করে দিয়েছি। কিন্তু বয়স্ক ভাতার টাকা দিয়ে তাদের সংসার চলেনা। সরকারী ভাবে উপজেলা থেকে তাদের জন্য কিছু বরাদ্দ দেয়া হলে কিছুটা হলেও তাদের দু:খ কষ্ট লাঘব হবে।
বামন্দী ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বলেন, করোনা দূর্যোগের সময় ত্রাণ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে তাদের সহযোগিতা করার মত সরকারী বরাদ্দ নেই। তবে সেকান্দার আলী ও তার স্ত্রী তারাফোন খাতুন যোগাযোগ করলে ব্যক্তিগত ভাবে কিছু সহযোগিতা করা হবে।
গাংনী উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা তৌফিকুর রহমান বলেন, সেকান্দার আলীর স্ত্রী তারাফোন খাতুন অফিসে যোগাযোগ করলে বয়স্ক ভাতার কার্ড দেওয়ার চেষ্টা করা হবে।
গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সেলিম শাহনেওয়াজ জানান, আগামীতে সরকারী ভাবে ঘর বরাদ্দ আসলে সেকান্দার আলী ও স্ত্রী তারাফোন খাতুনের জন্য একটি ঘরের ব্যবস্থা করা হবে।

গাংনীতে যুবদলের কর্মী সভা ও ইউনিয়ন কমিটি ঘোষণা

মেহেরপুরের গাংনীতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের কর্মী সভা ও ইউনিয়ন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে গাংনী বাজারের উপজেলা বিএনপি’র কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
উপজেলা যুবদলের আহবায়ক মালেক হোসেন চপলের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি ও তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ সাবেক চেয়ারম্যান রেজাউল হক।

সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি শহিদুল ইসলাম নাসির, সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক সহ-সভাপতি জুলফিকার আলী ভুট্টো, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও বামন্দি ইউনিয়ন পরিষদ সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল।
সভায় ৯ নম্বর রাইপুর ইউনিয়নে হেমায়েতপুর গ্রামের আরেফিন হোসেনকে আহবায়ক করে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি এবং ৬ নম্বর ষোলটাকা ইউনিয়নে আমতৈল গ্রামের শামীম আহম্মেদকে আহবায়ক করে ১৮ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক গঠন করা হয়। সভায় এ কমিটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেয়া হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি মনিরুজ্জামান গাড্ডু, সহ-সভাপতি আঃ হামিদ, সহ-সভাপতি ও ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও পৌর বিএনপি’র সাবেক সভাপতি এবং ভারপ্রাপ্ত মেয়র ইনসারুল হক ইন্সু, বিএনপি নেতা ষোলটাকা ইউনিয়ন সাবেক চেয়ারম্যান আলফাজউদ্দিন কালু, উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক ও সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদ সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু, বিএনপি নেতা ও ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মনি, জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দাল হক, পৌর যুবদলের আহবায়ক সাইদুল ইসলাম, সদস্য সচিব এনামুল হকসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে সাজাপ্রাপ্ত আসামিসহ ৭ জন গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে সাজাপ্রাপ্ত আসামিসহ সাত জনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করেছে।
গত বুধবার রাতে গাংনী থানা পুলিশের কয়েকটি টিম উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে তাদেরকে গ্রেফতার করে। এদের মধ্যে একজন নারী আসামিও রয়েছে।
এরা হচ্ছে তিন বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি গাংনী উপজেলার বড় বামন্দি গ্রামের আঃ লতিফের ছেলে শাহিন (৩৫) ও সহড়াতলা গ্রামের মৃত শামসুদ্দিনের ছেলে বাবুর আলী (৪০)।

অন্যান্য মামলার আসামিরা হচ্ছে উপজেলার শালদহ গ্রামের নইমুদ্দিন এর ছেলে আলিমুদ্দিন (৩৫) ও তার স্ত্রী রিনা বেগম (২৫), তেরাইল গ্রামের আঃ রশিদের ছেলে আনিসুর রহমান (৪০), গরীবপুর গ্রামের নুরুল হুদার ছেলে আব্বাসউদ্দিন (৪৫) এবং কাজিপুর গ্রামের বাদল মণ্ডলের ছেলে আঃ আজিজ (৬৫)।
গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ ওবাইদুর রহমান জানান, সাজাপ্রাপ্ত আসামি শাহীন ও বাবর আলীর অনুপুস্থিতিতে বিজ্ঞ আদালত তাদেরকে তিন বছরের সাজা প্রদান করেন। সে থেকেই তারা পলাতক ছিল। তাদের অবস্থান নিশ্চিত হয়ে পুলিশের অভিযান দল তাদেরকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। অন্যান্য আসামিদের বিরুদ্ধেও আদালতে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে।

গাংনীতে বিষ পানের ৩ দিন পর মারা গেলন হুমায়ুন

মেহেরপুরের গাংনীতে পারিবারিক কলহের জের ধরে হুমায়ুন (৩০) নামের এক যুবকের বিষপানে আত্মহত্যা করেছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। নিহত হুমায়ুন গাংনী উপজেলার মহম্মদপুর গ্রামের পূর্বপাড়ার এখলাস হোসেনের ছেলে।
মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ জানান, পারিবারিক কলহের জের ধরে রোববার (৮ নভেম্বর) দিবাগত মধ্যরাতে বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা করে।
পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। সেখানে অবস্থার অবনতি দেখা দিলে তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়।
গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ ওবাইদুর রহমান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এ বিষয়ে গাংনী থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

ঝিনাইদহে কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা ভাতা বিতরণ

ঝিনাইদহে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা ভাতা বিতরণ করা হয়েছে। তহবিলের আওয়তায় আগামী ৩৬ মাস শহরের পৌর এলাকার ৩ শত মায়েদের প্রতি মাসে ৮ শত টাকা করে প্রদান করা হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে ঝিনাইদহ পৌরসভার মিলনায়তনে
ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মেয়র সাইদুল করিম মিন্টুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলাম, জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক নিলুফার রহমান, সদর থানার ওসি মিজানুর রহমান, ব্যাংক এশিয়া ঝিনাইদহ শাখার ব্যবস্থাপক তৌহিদুজ্জামান।

ঝিনাইদহে মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে অভিযান

ঝিনাইদহে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে স্বাস্থ্য বিধি মানা ও মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শহরের পায়রা চত্তর, আরাপপুর, হামদহ বাসটার্মিনালসহ বিভিন্ন স্থানে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অভিযান পরিচালনা করেছে।
জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ জানান, করোনার ২য় ঢেউ মোকাবেলায় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ৩ দিন ব্যাপী ক্রাশ প্রোগ্রাম হাতে নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে মাস্ক না পরার অপরাধে ৬০ জনকে ৩২

হাজার ৭ শত ৫০ টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়াও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাচল ও মাস্ক ব্যবহার করতে প্রচারণা চালানো হচ্ছে।

আলমডাঙ্গা বণিক সমিতি নির্বাচনের প্রতীক বরাদ্দ

আগামী ২১ নভেম্বর (শনিবার) অনুষ্ঠিতব্য আালমডাঙ্গা বণিক সমিতি নির্বাচনে প্রার্থীদের মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ করেছে প্রধান নির্বাচন কমিশনার সিরাজুল ইসলাম। এ সময় নির্বাচনে বিভিন্ন পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় তিনজনের মধ্যে আজিম উদ্দিন প্রতীক পেয়েছেন চাকা, আরেফিন মিয়া মিলন পেয়েছেন ছাতা ও সাবেক সভাপতি মকবুল হোসেন পেয়েছেন দোয়াত কলম। সহ-সভাপতি পদে একেএম এনামুল কবীর প্রতীক পেয়েছেন চশমা, কামরুজ্জামান হীরা প্রতীক পেয়েছেন মাছ ও তাইজাল হক তাজু পেয়েছেন দেওয়াল ঘড়ি।
সাধারণ সম্পাদক পদেও প্রতিদ্বন্দ্বীতায় তিনজনের মধ্যে কামাল হোসেন প্রতীক পেয়েছেন আনারস, আব্দুল্লাহ আল মামুন পেয়েছেন কুঁড়েঘর ও আমিনুল হক বিশ্বাস ঘেটু পেয়েছেন বাইসাইকেল। সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে আমিরুল ইসলাম প্রিন্স পেয়েছেন হাঁস, রফিকুল আলম পেয়েছেন গোলাপফুল ও শরিফুল ইসলাম পেয়েছেন বাঘ প্রতীক। সাংগঠনিক সম্পাদক পদে জনি মিয়া বরাদ্দ পেয়েছেন চেয়ার ও আব্দুল লতিফ পেয়েছেন মই প্রতীক। কোষাধ্যক্ষ পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রেজাউল ইসলাম পেয়েছেন হাতি ও সাবেক কোষাধ্যক্ষ আলাউদ্দিন পেয়েছেন মোরগ প্রতীক। ক্রীড়া সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী আব্দুল মজিদ পেয়েছেন ফুটবল ও একই পদে বাবলুর রহমান পেয়েছেন আম প্রতীক।
অপরদিকে, ধর্ম বিষয়ক পদে হাফেজ মোতালেব হোসেন ও দপ্তর সম্পাদক পদে আইয়ুবুর রহমানের বিপক্ষে কোন প্রতিদ্বন্দী প্রার্থী না থাকায় তাদের দুইজনকেই নির্বাচিত ঘোষনা করা হয়েছে।

এছাড়া নির্বাচনে ১২ জন প্রার্থী সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতা

করছেন। এদের মধ্যে জসিম উদ্দিন পেয়েছেন হাতপাখা, জাহাঙ্গীর আলম পেয়েছেন সিলিং ফ্যান, আব্দুল ওহাব বাবলু পেয়েছেন কাপপিরিচ, ফজলুর রহমান পেয়েছেন মোমবাতি, মীর মতিয়ার রহমান পেয়েছেন হারিকেন, রেজাউল হক তোতা পেয়েছেন ঘোড়া, সিরাজুল ইসলাম পেয়েছেন ষাঁড়, জয়নাল আবেদীন (ক্যাপ) পেয়েছেন হরিণ, মনিরউদ্দিন পেয়েছেন টেবিল, শফিউল হাসান মিলন পেয়েছেন মিনার, শেখ সাদি শিশির পেয়েছেন বালতি ও শ্রী বাপ্পী সাহা পেয়েছেন কবুতর প্রতীক।

ঝিনাইদহ ও হরিণাকুণ্ডু প্রেস ক্লাবের প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাব ও হরিণাকুণ্ডু প্রেস ক্লাবের মধ্যে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে এ ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে খেলার শুভ উদ্বোধন করেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর হোসাইন, বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সৈয়দা নাফিস সুলতানা ও হরিণাকুণ্ডু থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রহিম মোল্লা।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ইউপি চেয়ারম্যান ফজলুর রহমান, গোলাম মোস্তফা, মোহাম্মদ আলী, পৌর কাউন্সিলর ফারুক হোসেন, ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম রায়হান, সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান টিপু, সমকাল ও ডিবিসি নিউজ এর কুস্টিয়া প্রতিনিধি সাজ্জাদ রানা, বাংলাদেশ প্রতিদিন ও একুশে টেলিভিশন এর কুস্টিয়া প্রতিনিধি জহুরুল ইসলাম প্রমুখ ।

উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত এই প্রীতি ফুটবল ম্যাচে ঐতিহ্যবাহী ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাব হরিণাকুণ্ডু প্রেসক্লাবকে ৭-১ গোলে পরাজিত করে। খেলাশেষে প্রধান অতিথি ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবের সদস্যদের হাতে

পুরস্কার তুলে দেন।